Vol. 28 | No. 1 | 1984

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মার্সেল প্রুস্ত ও হারানো সময়

Volume	28
Issue	1
Year	1984
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Kabir Chowdhury
Published online	September 1, 1984
DOI	10.62328/sp.v28i1.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v28i1.2
Pages	67-76
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মার্সেল প্রুস্ত ও হারানো সময়

কবীর চৌধুরী

ফরাসী কথাসাহিত্যিক মার্সেল প্রুস্ত, স্বদেশ ফ্রান্সে, জীবদ্দশাতেই কিংবদন্তীর পুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। প্রুস্তের বাবা ছিলেন সে-কালের অন্যতম সফল ও বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ, মা ছিলেন এক বিত্তশালী ইহুদী পরিবারের রুচিশীল সংস্কৃতিমনা সুন্দরী মহিলা। মায়ের কাছ থেকে প্রুস্ত বহুলাংশে তাঁর শৈল্পিক রুচিবোধ ও স্পর্শকাতরতা লাভ করেছিলেন। প্রুস্তের জন্ম ১৮৭১ সালে। ৯ বছর বয়সের সময় বোঝা গেল যে তিনি হাঁপানির রোগী। এরপর থেকে তিনি প্রায় সারা জীবন অসুস্থতার মধ্যে কাটিয়েছেন। উজ্জ্বল আলো আর শব্দের কোলাহল তিনি সহ্য করতে পারতেন না। নিজের ঘর তিনি কর্কের লাইনিং দিয়ে জুড়ে নিয়েছিলেন এবং দরোজা-জানালা বন্ধ করে প্রায় সর্বদা আধা-অন্ধকার ঘরে থাকতেন। তাঁর প্রায় সব রচনাই বিছানায় শুয়ে শুয়ে লেখা।

অসুস্থতা সত্ত্বেও অবশ্য তিনি, অনিয়ন্ত্রিতভাবে ও খেয়ালখুশী মতো হলেও, প্রচুর পড়াশোনা করেন এবং প্রথম যৌবনে শিল্পসাহিত্যের সৌখীন অনুরাগী উচ্ছল যুবক হিসেবে সমাজের সর্বোচ্চ কেতাদুরস্ত মহলে ঘুরে বেড়ান এবং সেখানে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেন। এই রকম একটি মহলে তাঁর দেখা হয় আনাতোল ফ্রান্সের সঙ্গে, যিনি ১৮৯৬ সালে প্রুস্তের গল্প ও প্রবন্ধ গ্রন্থ "আনন্দ ও দুঃখ"-এর ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। সে-সময়কার সাড়া জাগানো দ্রেফুস আন্দোলনেও প্রুস্ত ও আনাতোল ফ্রান্স ছিলেন এক পক্ষে, প্রগতিশীলতার পক্ষে, এবং দ্রেফুসকে নিরপরাধ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে প্রুস্ত তখন উল্লেখযোগ্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। এর কাছাকাছি সময়ে ইংরেজ লেখক জন রাস্কিনের রচনাবলী প্রুস্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাঁর সীমিত ইংরেজী জ্ঞান নিয়েই তিনি

রাস্কিনের "এমিয়েন্সের বাইবেল" এবং "সিসেম্ ও লিলিজ্" গ্রন্থ দুটি ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করে ফেলেন। রাস্কিনের প্রভাবেই তিনি গোথিক স্থাপত্য-কর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং এর প্রতিফলন লক্ষণীয় প্রুস্তের শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ ও আঙ্গিক-কৌশলের মধ্যে।

১৯০৪ সালে প্রুস্তের বাবার মৃত্যু হয়, ১৯০৫ সালে মা'র। তাঁর হাঁপানির প্রকোপও বৃদ্ধি পায় এই সময়। তখন থেকেই তিনি সমাজজীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে, স্বেচ্ছা-গৃহবন্দিত্ব মেনে নিয়ে, নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর প্রধান রচনাগুলির মধ্যে রয়েছে "হারানো সময়ের সন্ধানে", "রেখাচিত্র ও বিবিধ", "ক্রনিকল্স্", "চিঠি-পত্র" এবং "জাঁ সাঁতুই"। তবে প্রুস্তের কালজয়ী বিশ্বখ্যাতির মূলে রয়েছে বিশালাকার, বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ, অসাধারণ উপন্যাস "হারানো সময়ের সন্ধানে"।

"হারানো সময়ের সন্ধানে" মূল ফরাসীতে প্রকাশিত হয় ষোল খণ্ডে, ১৯১৩ থেকে ১৯২৭-এর মধ্যে। ১৯১৩ সালে যখন প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয় তখন প্রুস্তের বয়স ৪২ ; এই বিশাল গ্রন্থের শেষ কয়েকটি খণ্ড প্রকাশিত হয় প্রুস্তের মৃত্যুর পাঁচ বছরের মধ্যে। প্রথম খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিপুল সাড়া পড়ে যায় সাহিত্য জগতে, শুধু ফ্রান্সে নয়, বাইরেও। এবং দেখতে দেখতে দু'টি দলের সৃষ্টি হয়ে গেল : প্রুস্তের সোৎসাহী সপ্রশংস সমর্থকদল ও নিন্দামুখর নির্মম সমালোচক দল। সমর্থনের সংখ্যা স্বদেশের চাইতে বিদেশেই বেশী দেখা গেল, বিশেষ করে বিলেতে ও হল্যান্ডে। তবু বিলেতেও প্রুস্তের অবিশ্বাস্য দীর্ঘ বাক্য, তার জটিল ঘোরানো গঠন-প্রণালী ও বর্ণনার বিপুল সম্ভার অনেকের বিরক্তি উৎপাদন করেছিলো। এক মহিলার হাসির বর্ণনা ও বিশ্লেষণে প্রুস্ত ব্যয় করেছেন পুরো ছয় পৃষ্ঠা। তবু ধৈর্য ধরে প্রুস্ত পড়লে তার মধ্যে প্রচুর আনন্দ ও চিন্তার খোরাক পাওয়া যায়। এবং অনেক স্থানে ধৈর্যেরও দরকার হয় না, কারণ, জন ড্রিঙ্কওয়াটার যেমন বলেছেন : "ইচ্ছে করলে তিনি মাত্র তিন লাইনে একটা মানবিক আবেগের নির্যাস তুলে ধরতে পারতেন, এবং একটি ছোট ফরাসী মফস্বল শহরের সঙ্কীর্ণ বুর্জোয়া জীবনের ছবি আঁকতে পারতেন বলিষ্ঠ, স্বচ্ছ, অনপনীয় আঁচড়ে।"[১]

"হারানো সময়ের সন্ধানে"-র মধ্যে আত্মজৈবনিক উপাদান আছে কিন্তু এটা আত্মজীবনী নয়। প্রুস্তের উপন্যাসের 'আমি'-র মধ্যে অত্যন্ত জীবন্ত বাস্তব সত্যের শক্তি ও আভা থাকলেও এই 'আমি' প্রুস্ত নয়, যদিও অনেক স্থানে উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান। বস্তুতঃপক্ষে শুরুর দিকে উপন্যাসের নায়ক প্রুস্তের চাইতে বছর দশ-বারোর ছোট, সমাপ্তিলগ্নে, মৃত্যুকালে প্রুস্তের যে বয়স হয়েছিলো, তার চাইতেও বেশী বয়সের।

উপন্যাসটিতে প্রুস্ত সমকালীন উচ্চবিত্ত সমাজের নিখুঁত ছবি এঁকেছেন। এর মধ্যে আছে উচ্চাভিলাষী স্বার্থপর সামাজিক প্রতিষ্ঠালোলুপ যুবক, হাল্কা চটুল প্রণয়পিপাসু তরুণ-তরুণী, কূটবুদ্ধি শাসক ও রাজনীতির অঙ্গনের মানুষ, ভৃত্যকুল, গাড়ীর কোচোয়ান, চাটুকার ও মোসাহেব, বিলাসবহুল ঝলমলে আপ্যায়নে পটু গৃহস্বামিনী। এই সব চরিত্র নিয়ে প্রুস্ত প্রায় চল্লিশ বছরের সমাজ-জীবনের উত্থান-পতন ও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের আকর্ষণীয় ছবি আমাদের উপহার দিয়েছেন। এই রূপায়ণের মধ্যে ব্যঙ্গ রয়েছে, কৌতুকবোধ রয়েছে, বেদনা রয়েছে। আর রয়েছে একটি কঠোর সত্যের উদ্ভাসন : সময় গড়িয়ে যাচ্ছে, সবই ভ্যানিটি, বর্তমান দেখতে দেখতে হারিয়ে যায় অতীতের গর্ভে, আলেয়ার মতো ; আবার অকস্মাৎ তা আমাদের চেতনায় অভ্রান্তভাবে ধরাও দেয়, বহুদিন ভুলে থাকা স্মৃতির মাধ্যমে, কোন একটি বিশেষ গন্ধ, স্বাদ বা রঙকে অবলম্বন করে। অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন, স্বপ্ন-বাস্তবতা, স্থান-কালের সম্পর্ক, সময়ের নিরন্তর প্রবহমানতা, অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার স্বরূপ, নির্জলা নিখাদ সত্যের উপলব্ধি ও রসাস্বাদন : এই সব গভীর তাৎপর্যময় বিষয় প্রুস্তের বিশাল উপন্যাসটির পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে। উপন্যাসটির ব্যাপক আবেদনের মূলে রয়েছে এর বহুমাত্রিকতা। এর প্রতিফলনই আমরা লক্ষ্য করি যখন কেউ কেউ প্রুস্তকে আখ্যায়িত করেন "কথাসাহিত্যের আইনস্টাইন" রূপে, আবার কেউ কেউ তাঁকে অভিনন্দিত করেন সমাজের একজন কৌতুক-রসাশ্রিত ব্যঙ্গধর্মী কঠোর সমালোচক হিসেবে।[২]

বিশ্বসাহিত্যে ব্যাপক প্রভাব-বিস্তারী প্রুস্তের উপন্যাসটির নাম, ফরাসী থেকে বাংলায় অনুবাদ করলে "হারানো সময়ের সন্ধানে" হলেও, ইংরেজী অনুবাদে তার যে নাম দেয়া হয়েছে অর্থাৎ *Remembrance*

of Things Past, সেই নামেই তা প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সর্বত্র সুপরিচিত। সব লেখকই কিছু পরিমাণে স্মৃতির উপর নির্ভর ক'রে তাঁদের সাহিত্য-কর্ম নির্মাণ করেন একথা সত্য, কিন্তু প্রুস্তের স্মৃতির মধ্যে একটা যথার্থ বাস্তব ও প্রকৃত তথ্যের রেশ পাওয়া যায়, যার জন্য তাঁর এই উপন্যাসকে 'ফিকশনাল' না মনে হয়ে, 'রিয়েল' মনে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রুস্ত একেবারে স্বনামে বাস্তবের মানুষকে তাঁর উপন্যাসে উপস্থিত করেছেন, কিন্তু এটা মূলতঃ ঐতিহাসিক তথ্য-সমৃদ্ধ, বাস্তবতাবাদী উপন্যাস নয়। প্রুস্ত নিজে এই সম্পর্কে বলেছেন : "এখানে এমন একটি ঘটনাও নেই যা কাল্পনিক নয়, এমন একটি চরিত্রও নেই যা আমি আমার বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনের প্রয়োজনে ছদ্মাবরণে উদ্ভাবন করি নি।"[৩] এই উপন্যাসে প্রুস্তের শৈল্পিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি ছিলো ? উপন্যাসটির একটি মাত্র সন্তোষজনক পূর্ণাঙ্গ নিটোল সংজ্ঞা দেয়া কঠিন। এর রচনাশৈলী, চিত্রকল্প ও উপমা, দীর্ঘ টানা গদ্যের কাব্যময়তা প্রভৃতির জন্য এটি প্রশংসিত হয়েছে "এক মহান প্রতীকী কাব্য" বলে। আবার কারো কারো বিবেচনায় প্রুস্ত হচ্ছেন কঠিন বাস্তবতাবাদী। প্রখ্যাত ইংরেজ কথাসাহিত্যিক সমারসেট মমের মূল্যায়নে প্রুস্ত বেঁচে থাকবেন তাঁর সূক্ষ্ম রস-বোধের জন্য। মমের মতে সমকালীন সমাজের এমন নির্মম ব্যঙ্গরসাত্মক সমালোচক খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়।[৪]

প্রুস্ত নিজে এই উপন্যাসটির মূল বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন মানুষের অধঃপতন ও মুক্তি বা ত্রাণকে। এর নায়ক অভিশপ্ত, পতন ও ধ্বংসের অনিবার্য শিকার, দু'দিক থেকে। সমাজের অন্তঃসারশূন্যতা, যে সমাজে সে স্বেচ্ছায় বসবাস করতে, আনন্দ আহরণ করতে, বিখ্যাত ও সফল হয়ে উঠতে চেয়েছে, সেই সমাজ তাকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার নিষ্ক্রিয়তা, আলস্য ও স্থূল আত্মতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা। মোল খণ্ডের এই বিশাল উপন্যাসের বেশীর ভাগ অংশে আমরা দেখি যে এর নায়ক এক অর্থহীন একঘেঁয়ে অস্তিত্বের চোরাবালিতে ক্রমে গভীর থেকে গভীরতর স্তরে ডুবে যাচ্ছে। সে লেখক হতে চায়, কিন্তু প্রকৃত উদ্যমের অভাবে এবং যথার্থ পথটি খুঁজে না পাওয়ায়, সময় গড়িয়ে যায়, তার আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন সুদূরপরাহত হয়। শেষে একটি নার্সিং হোমে নিষ্ফলা কয়েক বছর কাটিয়ে সে আবার প্যারিসে ফিরে আসে, বাকী জীবনের

অর্থহীন কদর্য অস্তিত্বের অবশ্যম্ভাবিতার কাছে সে আত্মসমর্পণ করে। এমন সময় হঠাৎ সত্যের, মায়া-মরীচিকাহীন নিখাদ বাস্তবের, একটা দ্যুতি তার অন্তরসত্তাকে আলোকিত করে। এ-রকম তার অতীতেও মাঝে মাঝে হয়েছে, কিন্তু এবার সে এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতির আহ্বানে আন্তরিকতার সঙ্গে সাড়া দেয়, নিজের ব্যর্থ অপচয়িত জীবনকে সে, শিল্পের মাধ্যমে, নতুন করে গড়ে তুলতে ব্রতী হয়।

কখন প্রুস্ত তাঁর এই উপন্যাসটি রচনা করার প্রেরণা প্রথম অনুভব করেন তা সুনিশ্চিতভাবে বলা শক্ত। তবে সম্ভবতঃ ১৯০৫ সালে তাঁর মাতার মৃত্যুর পর যে গভীর দুঃখ ও বেদনাবোধ তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিলো তাই তাঁকে এই জাতীয় একটি সৃষ্টিকর্মে অনুপ্রাণিত করে। মা তাঁর সম্পর্কে ছিলেন অত্যন্ত আশাবাদী কিন্তু তিনি তেমন কিছু করতে পারেন নি। এবার ১৯০৯ সাল নাগাদ তিনি একটি বিশাল গ্রন্থের পরিকল্পনা করলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত ব্যাপৃত রইলেন সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজে।

'সময়' প্রুস্তের উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত। উপন্যাসের নাম-করণেই স্পষ্ট যে প্রুস্ত চেয়েছেন যে-অতীত হারিয়ে গেছে তাকে শিল্পের চিরন্তনতার মধ্য দিয়ে ফিরিয়ে আনতে, চিরকালের জন্য ধরে রাখতে। উপন্যাসের কাহিনীকার বা কথক ক্রমাগত বর্তমান আর অতীতের মধ্যে আসা-যাওয়া করছে, তার চেতনায় সময় কোন সুস্পষ্ট বোধগম্য ক্রম অনু-সারে অতিবাহিত হয় না, কোন যান্ত্রিক ঘড়ির কাঁটায় তার প্রবহমানতার স্বাক্ষর পরিলক্ষিত নয়। জেমস জয়েস, ভার্জিনিয়া উলফ, টি. এস. এলিয়ট, উইলিয়ম ফকনার প্রমুখের সাহিত্যকর্মেও সময়ের এই জাতীয় ব্যবহার লক্ষণীয়। বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁ যান্ত্রিক সময় ও মনস্তাত্ত্বিক সময়ের পার্থক্যের তত্ত্ব তুলে ধরেছিলেন। এই তত্ত্বকে সম্প্রসারিত করে প্রুস্ত নিজের অতীতের মধ্যে ডুবে গিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার ঐতিহ্যকে ছেঁকে তুলে আনলেন। বাস্তবতার ক্ষণিক মুহূর্তের জন্য প্রুস্ত কোন অতীত ঘটনাকে বর্তমানের সীমারেখায় ধরে রাখলেন, শুধু কাগজের বুকে কালিকলম দিয়ে লিখতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময়ের জন্য, তারপর তা আবার তার স্মৃতির গোপন কন্দরে অপসৃত হল। এই যে হারানো একটি ঘটনাকে বর্তমানের বাস্তবতায় উজ্জ্বল করে তোলা, এই প্রক্রিয়ার সুবিখ্যাত দৃষ্টান্ত

আমরা দেখি "হারানো সময়ের সন্ধানে" উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে পরিবেশিত চায়ের পেয়ালা আর কেক-এর ঘটনার মধ্যে। নায়ক এক টুকরো কেক ভেঙ্গে নিয়ে চায়ে ডুবিয়ে মুখে দিলেন। হঠাৎ তার ভীষণ ভালো লাগলো, মনটা এক অভূতপূর্ব আনন্দে ভরে উঠলো। মনের ভেতর এক জটিল অনুভূতির ভাব-তরঙ্গের সৃষ্টি হল। তিনি খুঁজতে শুরু করলেন এর রহস্য। "আমার যা অনিষ্ট, সত্য, তাতো এই পেয়ালার মধ্যে নেই, তা রয়েছে আমার মধ্যে···আমি পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে নিজের মনটা খুঁজে দেখি···প্রথম এক চামচ চা যখন মুখে দিই ঠিক সেই মুহূর্তের কথা আমি ভাবতে চেষ্টা করি···বারবার আমাকে এই চেষ্টা করতে হবে ···এবং সর্বদা যে আলস্য আমাদের যেকোন কঠিন কাজ থেকে বিরত রাখে সেই আলস্য আমাকে প্ররোচিত করে, এসব বাদ দাও, চা'টা খেয়ে নাও, তোমার আজকের চিন্তাভাবনায় মন দাও, মন দাও তোমার আগামী কালের আশাপুঞ্জের দিকে, যেসব ভাবনায় কোন প্রয়াস নেই, কোন কষ্ট নেই। আর অকস্মাৎ আমার স্মৃতি ফিরে আসে। আমার মনে পড়ে যায় কমব্রের সেই রোববারের সকালগুলির কথা, সেই কেক-এর টুকরার স্বাদ পাই আমি···সেই যখন আমি আমার আন্ট লিওনির শোবার ঘরে যেতাম তাঁকে 'শুভ দিন' জানাবার জন্য, আর তিনি প্রথমে তার নিজের, সাধারণ যথারীতি কিম্বা লেবু-দেয়া, চায়ের পেয়ালায় ভিজিয়ে নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিতেন একটুখানি কেকের টুকরো।"[৫] এই একটুখানি স্মৃতি এর পর লেখকের চেতনাকে প্রবল বন্যাস্রোতের মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায়। প্রুস্ত নিমগ্ন হন কমব্রের কাহিনীতে, দেখা গেল যে শৈশবের অজস্র খুঁটিনাটি স্মৃতি, যা মনে হয়েছিলো মন থেকে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেছে, তা কিছুই লুপ্ত হয় নি, শুধু লুকিয়ে ছিলো অর্গল দেয়া একটা বদ্ধ কুঠুরীতে, সামান্য একটু ধাক্কায় অর্গল খুলে গেলো, আর স্মৃতিগুলি, একে অন্যের হাত ধরে, বেরিয়ে এলো কলকল করে।

এই উপন্যাসে, মনে হয়, প্রুস্ত একটি তত্ত্বকেও তুলে ধরতে চাইছেন। সময়ের বাঁধন থেকে মানুষ কিভাবে পালাতে পারে? কিভাবে ছিঁড়তে পারে তার শেকল? প্রুস্ত ইঙ্গিত করেছেন যে এর জন্য স্মৃতির দু'ধরনের উপলব্ধি প্রয়োজন। একটি হচ্ছে সচেতনভাবে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত স্মৃতির অনুসন্ধান, জাগরণ ও লালন; অন্যটি হল আকস্মিক স্বতঃউৎসারিত

স্মৃতির উদ্ভাসন। স্বেচ্ছা-প্রণোদিত স্মৃতি প্রতিদিনকার ব্যাপার। যেমন, ছোট বেলায় বারো বছর বয়সের সময় আমি গ্রামে মামাবাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম সেকথা আমি স্পষ্ট মনে করতে পারি। কিন্তু আকস্মিক স্বতঃ-উৎসারিত স্মৃতির বিষয়টি জটিলতর। হঠাৎ সামান্য কোন একটি জিনিস, একটা গন্ধ কি একটা গানের সুর কি একটা কাপড়ের নকশা, আমাদের মনে বহু বছরের পুরানো ঘটনার জ্বলজ্বলে স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। সচেতন ভাবে সে-ঘটনার কথা আমরা বিন্দুমাত্র ভাবিনি, তেমন কোন ঘটনা যে কখনো ঘটেছিলো তা আমরা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু অভাবিতরূপে অকস্মাৎ সে-ঘটনার স্মৃতি আমাদের চিত্তকে আপ্লুত করে। "হারানো সময়ের সন্ধানে"-র নায়ক মার্সেলের জীবনে বারবার এই অভিজ্ঞতা ঘটেছে। এই সব আকস্মিক স্মৃতির জোয়ার তার হৃদয়-মনকে অভূতপূর্ব আনন্দে পূর্ণ করেছে, কিন্তু মুক্তিপথের রুদ্ধ দ্বার এইভাবে শুধু একটুখানি খুলেছে, একটু ফাঁক হয়েছে মাত্র, তাকে হাট করে খুলে দিতে হলে চাই সচেতন কঠিন প্রয়াস, নিরলস শ্রম, গভীর মানসিক শৃঙ্খলাবোধ। মার্সেল প্রায়ই এতে বিমুখ কিন্তু যখন এতে সে সার্থকতা অর্জন করে তখন সে লাভ করে অসামান্য এক পুরস্কার। এই প্রসঙ্গে জনৈক ভাষ্যকার বলেছেন: "When success is attained, the result is like the Japanese paper flower, a tiny pellet which when placed in water unfolds until it covers the whole surface. The image, which is Proust's own, might well serve to characterize his sentences also, those gently unfolding, interminable sentences which so amazingly combine the relaxed, dreamy quality of reminiscence and the acute vision of a man intellectually disciplined and in deadly earnest about his undertaking."[৬]

প্রুস্ত "হারানো সময়ের সন্ধানে" উপন্যাসে আরো একটি কথা বলতে চেয়েছেন। আসলে দুটি 'জগৎ' আছে। একটি জগতের অভিঘাত আমাদের ওপরে পড়ে বাইরে থেকে। এই জগৎ অর্থহীন, অসত্য। এর বৈশিষ্ট্য নিরানন্দ একঘেঁয়েমি, দুঃখকষ্ট, যন্ত্রণা ও মৃত্যু। আরেকটি জগতের অভিঘাত আমাদের ওপর পড়ে ভেতর থেকে। এইটেই সত্য, অর্থময়। এর বৈশিষ্ট্য

সৌন্দর্য, শৃঙ্খলা, এক 'অপার্থিব আনন্দ'। এবং মানুষের সামনে পথ খোলা রয়েছে এ দু'টি জগতের মধ্যে একটিকে বেছে নেবার। এই প্রসঙ্গে যে গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি প্রুস্ত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তা এই যে, প্রকৃত বাস্তব সত্যের সঙ্গে একাত্ম হবার ক্ষমতা শুধু বিশেষ কয়েক-জন প্রতিভাবান সীমিত মানুষের আয়ত্তাধীন নয়, সাধারণ মানুষের পক্ষেও, বস্তুতঃপক্ষে সকল মানুষের পক্ষেই সম্ভব এই ক্ষমতার অধিকারী হওয়া। উপরোক্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতেই প্রুস্ত তাঁর উপন্যাসের কোন চরিত্রকেই অতিমানব রূপে সৃষ্টি করেন নি। এবং এই জন্যই আমরা প্রায় হাস্যকর ছোট্ট পাড়াগাঁয়ের সঙ্গীত শিক্ষক ভিঁতেউইকে অসামান্য সুরকার হয়ে উঠতে দেখি এই উপন্যাসে, চটুল সামাজিক শূন্যগর্ভ প্রতিষ্ঠালাভের জন্য ব্যগ্র, পরগাছা জাতীয় চরিত্র, এলস্টারকেও শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে দেখি সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী রূপে।

হারানো সময়ের সন্ধান করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় চরিত্রের অতীত স্মৃতির অজস্র গলিপথ বেয়ে এই জাতীয় নানা চরিত্র, তাদের জীবনের নানা ঘটনা ও সমকালীন সমাজের নিখুঁত চিত্র আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়। "আমরা কত জনকে দেখি যৌবনদীপ্ত, তারপর আবার তাদের দেখি বৃদ্ধ বয়সে—অতীত এবং বর্তমান এমন ভাবে পাশাপাশি পরিবেশিত যেন সময়ের বহমানতা আমাদের চোখে নির্ভুলভাবে ধরা পড়ে। এবং প্রুস্ত এটা যেভাবে তুলে ধরেন তাতে উচ্চচকিত সমাজের মূল্যবোধের কপটতা স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে এবং ওই মুখোশের ফাঁপা ঔজ্জ্বল্যকে মুছে ফেলে কতিপয় সাধারণ মৌলিক নীতিমালার প্রতিও তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।"[৭]

আমাদের কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফরাসী সাহিত্যিক জঁা ককতো একবার ঔপন্যাসিকের শিল্পকলাকে বন্দুকের নিশানাধারীর নৈপুণ্যের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তাঁর বিবেচনায় ব্যলজাক এবং স্তঁদাল দশবারের মধ্যে ন'বার নিখুঁত লক্ষ্যভেদে সফল হন, কিন্তু প্রুস্ত সম্পর্কে তিনি পাঠকবর্গকে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন যে, 'পাঠকের যখন মনে হবে যে তিনি শুধু বন্দুক কাঁধের কাছে লাগাচ্ছেন তখন, তার মধ্যেই, তিনি হাজারবার লক্ষ্য ভেদ করে ফেলেছেন।' এই লক্ষ্যভেদ প্রুস্ত করেন প্রধানতঃ সমাজের ব্যঙ্গধর্মী

রূপকার হিসেবে। ব্যলজাক এবং স্তঁদালের সঙ্গে তুলনা করে ককতো প্রুস্তের রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য স্পষ্টতর করেছেন। ব্যলজাক এবং স্তঁদাল যেখানে তাঁদের উপন্যাসে কাহিনীর একরৈখিক উপস্থাপন ধারা অনুসরণ করেন, সেখানে প্রুস্ত অনুসরণ করেন বঙ্কিম ও চক্রাকার বা 'স্ফেরিকাল' ধারা।[৮] আরেকজন সমালোচক প্রুস্তের উপন্যাসের বিকাশ-ধারাকে তুলনা করেছেন একটি গাছের বেড়ে ওঠার সঙ্গে। স্তঁদাল ও ব্যলজাক উভয়েই উঁচু মানের শিল্পী, উভয়েই কালজয়ী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, উভয়েই নিজেদের সমাজের উঁচু তলাকার শাসক শ্রেণীর তীব্র সমালোচক। তাদের দু'জনের রচনারীতির মধ্যেও অবশ্য পার্থক্য আছে, তবে প্রুস্তের রচনারীতি আরো মৌলিকভাবে স্বতন্ত্র। চরিত্র-সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্তঁদাল প্রধানতঃ পরিচালিত হয়েছেন তাঁর তীক্ষ্ণ আপোষহীন বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা। মানুষের হৃদয়-মনের গভীরে যে বিরোধী স্রোতধারা, বিপরীতমুখী আবেগ-অনুভূতি, সর্বদা বয়ে চলেছে তাকে তাঁর আগে আর কেউ এত নিপুণভাবে খতিয়ে দেখেন নি। অন্য দিকে ব্যলজাকের চরিত্রাবলী প্রধানতঃ তাঁর বিপুল প্রাণশক্তির ফসল; "They were generally of heroic stature, but more or less roughly hewn out of one piece"[৯]. পিতা গোরিও হচ্ছে অপত্য স্নেহের প্রতিমূর্তি, ব্যারন হিউলো কদর্য কামনার, বুড়ো গ্রাঁদে অর্থগৃধ্নুতার। মার্সেল প্রুস্তের অবস্থান একদিকে যেমন স্তঁদালের মননধর্মিতা ও বুদ্ধিবাদ থেকে দূরে, অন্যদিকে তেমনি দূরে ব্যলজাকের প্রাকৃতিক প্রাণময়তা ও উচ্ছলতা থেকে। প্রুস্ত অবশ্যই বুদ্ধি ও মননের ভূমিকাকে বাতিল করে দেন না, কিন্তু "he arrives at an understanding of his characters by means of a cultivated intuition."[১০] তিনি মানবচরিত্রের দুর্জ্ঞেয় জটিলতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আমরা দেখি যে মানুষ একই সঙ্গে, কিম্বা বিভিন্ন সময়ে, পর পর, বুদ্ধিমান ও নির্বোধ, কোমলপ্রাণ ও নিষ্ঠুর, স্বার্থপর এবং উদার। নিঃসন্দেহে "হারানো সময়ের সন্ধানে-"র রচয়িতা মার্সেল প্রুস্ত মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের অন্যতম সেরা শিল্পী।

তথ্যনির্দেশ

১ 'দি আউটলাইন অব লিটারেচর', সম্পাদনা : জন ড্রিঙ্কওয়াটার, নিউনস, লণ্ডন, পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৯৬২, পৃ. ৬৬৪

২ 'দি লেসন অব দি মাস্টার্স', সম্পাদনা : কাউলি এবং হিউগো, চার্লস স্ক্রিবনার্স সন্স, নিউ ইয়র্ক, ১৯৭১, পৃ. ৪০১

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০০

৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০১

৫ 'রিমেমব্র্যান্স অব থিংগস পাস্ট', মার্সেল প্রুস্ত, র‍্যাণ্ডম হাউস সংস্করণ, ১৯৩৪, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৪—৩৬

৬ 'ওয়ার্ল্ড মাস্টার পীসেস', দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনা : নক্স এবং অন্যান্য, নর্টন এ্যাণ্ড কোম্পানী, নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৬, পৃ. ২১১৫

৭ 'রিডার্স কম্পেনিয়ন টু ওয়ার্ল্ড লিটারেচর', সম্পাদনা : হর্নস্টীন, পার্সি এবং ব্রাউন, মেণ্টর বুক, নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৬, পৃ. ৩৭০

৮ 'দি লেসন অব দি মাস্টার্স', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৩

৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৩-২৪

১০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৪